■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ■ সহযোগিতায় ঃ তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে অতি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একটি বাহিনীর নাম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ও সমুদ্রপথে এবং উপকূলীয় এলাকায় জনসাধারণের জান ও মাল রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, মৎস্যসম্পদ রক্ষা, মাদক পাচার রোধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনী অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু চট্টগ্রাম বন্দর ও বহির্নোঙর এলাকায় চুরি-ডাকাতি ও অপরাধ দমনে কোস্ট গার্ড অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের জাতীয় সম্পদ রুপালি ইলিশ সংরক্ষণ, জাটকা নিধন রোধ এবং সমুদ্রে সরকার ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বাস্তবায়নে এ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা ও দুর্গতদের জানমাল রক্ষায় কোস্ট গার্ডের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। আমি বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের জলসীমায় নজরদারি বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো কার্যকর অবদান রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাণী

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ এবং জুলাই বিপ্লব/ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ এবং আহত অসংখ্য ছাত্র জনতাকে। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সাহস, ঐক্য ও দেশপ্রেমের কারণে এ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি।

দীর্ঘ তিন দশকের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের উপকূলবর্তী জনসাধারণ, নাবিক, জেলে ও সমুদ্রগামী জনগোষ্ঠীর নিকট আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেদের সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের উপকূলীয় দুর্গম এলাকাসমূহ, নদীপথ ও সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ সমগ্র জলভাগে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমান্বয়ে পুরাতন জাহাজ/ বোটসমূহকে নতুন জাহাজ/বোট দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চলমান আছে। এছাড়াও এ বাহিনীতে অত্যাধুনিক সমুদ্রগামী অফশোর প্যাট্রল ভেসেল, হোভারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার ও উন্নত প্রযুক্তির দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট সংযোজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ও অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে যুক্ত হয়েছে ভিস্যাটনেট প্রযুক্তি, যা দ্বারা গভীর সমুদ্রে টহলরত জাহাজের সাথে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যমান যোগাযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নির্ভীক নাবিকগণ উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী বন্দরসমূহের নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্র পথে মাদক পাচার রোধ, মানব পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি দক্ষ, আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে টেকসই অবদান রেখে চলেছে।

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর প্রতিটি সদস্য সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকবে মর্মে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ সফল হোক। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)

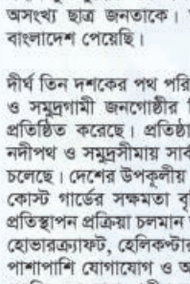

বাণী

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আজকের এই শুভ দিনে আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহিদ এবং আহত অসংখ্য ছাত্র জনতাকে। তাদের দুঃসাহসিক আত্মত্যাগের মহিমায় আজ সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বদ্ধপরিকর।

দেশের উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিহতকরণ, মৎস্যসম্পদ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সকল ভূমিকায় কার্যকরী অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশে এবং বহির্বিশ্বে আজ সুপরিচিতি লাভ করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় মানুষের সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সকলের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনাগত দিনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোস্ট গার্ডকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের বিশাল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসহ অভ্যন্তরীণ নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালনরত কোস্ট গার্ডের জনবল বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। তাই এ বাহিনীর আধুনিকায়নে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ ও হেলিকপ্টার সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট সুবিধা ব্যবহার করে এ বাহিনীর যোগাযোগ সক্ষমতা বর্ধনের জন্য ভিস্যাটনেট স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বাহিনী আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আশা করি অদম্য কর্মস্পৃহা, দেশপ্রেম ও জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্রসম্পদ রক্ষা ও সুনীল অর্থনীতিতে অবদান রাখাসহ সমুদ্র ব্যবহারকারীদের জানমাল রক্ষায় কার্যকর অবদান রাখবে। একইসাথে অভ্যন্তরীণ নদীপথে তাদের ভূমিকা পালন করে যেতে থাকবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ এর সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

সিনিয়র সচিব

দেশের উপকূল ও সমুদ্রসীমা প্রহরায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

সদ্য আত্মপ্রকাশকৃত নতুন বাংলাদেশে নতুন উদ্দীপনায় দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এক উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, নিরাপদ উপকূল বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে এ বাহিনী। বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন নদীতীরবর্তী এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সুবিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সার্বিক নিরাপত্তা দিতে ১৯৯৪ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পথ চলা শুরু হয়।

সূচনালগ্ন থেকেই আর্তমানবতার সেবায় সকল বাধা-বিপত্তিকে জয় করে এগিয়ে চলেছে কোস্ট গার্ড, যেমন করে জয় করে নিয়েছিলো ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট-এর রক্তভেজা দিনগুলো। আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় এবং উপকূলকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, কল কারখানা, স্থাপনাসহ সকল ধরনের ধর্মীয় উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধানে ছাত্র-জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনকল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো কোস্ট গার্ডের প্রতিটি সদস্য।

উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বাজপাখির ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে সর্বদা নজরদারি অব্যাহত রেখেছে কোস্ট গার্ড। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে গত ৫ই আগস্ট হতে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকসহ হাজার কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ দ্রব্যসামগ্রী আটক করেছে যার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

অভিযান/অপারেশনের নাম	সাফল্যের খতিয়ান
চোরাচালান প্রতিরোধ	চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করে ২২৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার অবৈধ দ্রব্যসামগ্রী আটক করা হয়।
মৎস্যসম্পদ রক্ষা	মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ৭৮৭ কোটি মিটার জাল ও ২ লক্ষ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার প্রায় ৩০ লক্ষ টন মাছ তথা জাতীয় সম্পদ রক্ষা পেয়েছে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মাদক উদ্ধার অভিযানে ৬,২০,১০৯ পিস ইয়াবা, ৫১৪ বোতল দেশি-বিদেশি মদ, ৫০ কেজি গাঁজা ও ৪ কেজি ক্রিস্টাল ম্যাথ আইসসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় এবং ৬০ জনকে আটক করা হয়।
বনজ সম্পদ রক্ষা	প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ বনজ সম্পদ এবং বিভিন্ন বিপন্ন প্রাণী রক্ষা করা হয়।
পরিবেশ রক্ষা	প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ পলিথিনসহ অন্যান্য পরিবেশ বিনষ্টকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি জব্দ করা হয়।
উদ্ধার অভিযান	নিয়মিত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ১৬১ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয় এবং সম্প্রতি আটককৃত ৯০ জন জেলেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করা হয়।
জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান	সুন্দরবনসহ উপকূলীয়/ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ১৪৪ জন জলদস্যু/বনদুস্যু/ডাকাত আটক করা হয় এবং ৭০ টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৫৫ টি দেশীয় অস্ত্র ও ২১৭ রাউন্ড তাজা গোলা উদ্ধার করা হয়।
মানব পাচার ও মায়ানমার নাগরিক অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ	২ হাজার ৩২ জন মায়ানমার নাগরিকের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হয় এবং মায়ানমার হতে অনুপ্রবেশকালে ৫ জন বিজিপি সেনা, ১ জন মায়ানমার আর্মি সদস্য এবং ৬২ জন মায়ানমার নাগরিককে আটক করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সুনীল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম জলসীমায় নিরাপত্তা জোরদারের গুরুত্ব বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্র নিয়ে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এ সংঘটিত ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বদা দায়িত্ব পালন করবে বলে আমি আশা করি। একই সাথে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সাহসিকতা, অবিচল আস্থা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের সকল স্তরের সদস্যগণ এ বাহিনীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে সদা তৎপর থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি দেশের সুনীল অর্থনীতি কেন্দ্রিক কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানে কোস্ট গার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি এ বাহিনীর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারের সকল প্রচেষ্টা চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আমি মহাপরিচালক হিসেবে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি, কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৫ এর শুভলগ্নে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ০৫ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ এবং আহত অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে। তাদের দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ, সাহস ও সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আমাদের এই অর্জন কখনোই সম্ভব হতো না। দেশের সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর সাথে কোস্ট গার্ডও সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা চলমান রাখার স্বার্থে দেশের উপকূলীয় জলসীমা ও গভীর সমুদ্রে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিহতকরণ, মৎস্যসম্পদ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর মহাপরিচালক হিসেবে বাহিনীর সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের সকল উপদেষ্টামন্ডলীকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগ ও বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৩০তম বছর অতিক্রম করেছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই এ বাহিনীর সদস্যগণ অটুট মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা, কঠোর পরিশ্রম ও পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর দৃঢ় পদচারণায় দেশের সকল সমুদ্র বন্দরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রয়েছে, যার সুফল ইতোমধ্যে দেশবাসী ভোগ করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্র পথে মাদক দ্রব্য পাচার রোধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে সকল অকুতোভয় কোস্ট গার্ড সদস্য বিগত সময়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের জন্য একইসঙ্গে শোকের ও গর্বের।

বিগত ৩০ বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এখন উপকূলীয় এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরো সক্ষম ও কার্যকর করে গড়ে তুলতে এ বাহিনীতে নতুন বেইস, স্টেশন ও আউটপোস্ট স্থাপনের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে কোস্ট গার্ড-এর প্রত্যন্ত বেইস, স্টেশন, আউটপোস্টসমূহে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি কোস্ট গার্ড-এর আধুনিকায়নে সমুদ্রগামী অত্যাধুনিক জলযান, হেলিকপ্টার, হোভারক্র্যাফট, হাই স্পিড বোট ও মেরিটাইম সার্ভেল্যান্স সিস্টেম সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিশাল জলসীমা এবং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বিবেচনায় কোস্ট গার্ডের কলেবর বৃদ্ধির আরো অনেক প্রয়োজন রয়েছে বলে সকলের নিকট অনুমেয়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আরও শক্তিশালী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আশা করি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে সচেষ্ট থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি কোস্ট গার্ড-এর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মোঃ জিয়াউল হক
রিয়ার এডমিরাল